

কিসিং লেনে দৌড়

স্বপন বিশ্বাস

জীবনের জন্য যে দৌড়ায়, তাকে আমি সমর্থন করেছি।

ব্যাপারটি ঘটে খোদ রোমে। ভাবুন তো এক বাঙ্গালী ছোকরা পোটলা-পুটলি নিয়ে প্রাণপণে দৌড়চ্ছে, তার পেছনে এক জোড়া পুলিশ। শত শত টুরিস্টের ঠাসা ভীড় গলিয়ে কিসিং লেনের ফোকর দিয়ে যে দৌড়ায়, তার লক্ষ একটাই - জীবন। বিদেশে বিড়ুইয়ে কোনরকমে খেয়েদেয়ে মাথা গুঁজে টাইমপাস করে বেঁচে থাকা আর কি! কিন্তু বেঁচে থাকারও অনেক দায়!

গতকাল কাকভোরে এখানকার সদর রেল স্টেশনে এসে পৌঁছেছি। রাস্তা পারের জন্য পা এগোতেই দেখি গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। অদূরে কয়েকজন যুবক ‘আমব্রেলি’ ‘আমব্রেলি’ বলে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। তাদের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম, তারা ‘দেশি’ মানুষ। কিন্তু তাদের কান হরিণের মতো খাড়া। বিকেলের গন্তব্য কলসিয়াম। কলসিয়ামের আশেপাশে অনেক বাঙ্গালী হকার। একখন্ড কাপড় বিছিয়ে দোকান। তার ওপরে ছড়ানো পণ্য। বাঙ্গালী হকারের পাশে আর যারা দোকান নিয়ে বসেছে, তারা কালো মানুষ, আফ্রিকার কালো মানুষ। এই ভাসমান দোকানে কি নেই? মায় সুভেনির থেকে শুরু করে বেল্ট, ভ্যানিটি ব্যাগ, ক্যামেরার স্ট্যান্ড, ওয়ালেট, আমব্রেলি, চকলেট, কসমেটিক, চাবির রিং, মাছ-মাংস-শবজি ছাড়া প্রায় সবকিছু। বাঙ্গালী যুবক ও কালো মানুষেরা সারি করে দাঁড়িয়ে খদ্দেরের জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু তাদের কান খাড়া। কলসিয়ামের কাছাকাছি যেতে যেতে যেই পিছন ফিরে তাকিয়েছি, হঠাৎ দেখি দোকানগুলো নেই, মুহূর্তের ব্যবধানে হাওয়া হয়ে গেছে। বাঙ্গালী ও কালো মানুষেরা দোকান গুটিয়ে জনস্রোতে মিশে উধাও। অদূরে কলসিয়ামের পূর্বপাশে দেখা গেল লাল-নীল বাতিঅলা পুলিশের একটি গাড়ি। কলসিয়ামের দক্ষিণে প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের সদর দপ্তরের ধ্বংসস্তুপ ডানে রেখে মিনিট দশেক হাঁটলে চোখে পড়ে পুরনো স্টেডিয়াম; দু হাজার বছর আগের - নাম সার্কো মাসিমো। স্টেডিয়ামে লম্বা দৌড়ের ট্র্যাক এখনো টিকে আছে। এখানে টুরিস্টের ভীড় নেই; ভাসমান দোকান নেই, বাঙ্গালী যুবক ও কালো মানুষেরা নেই। একদল কিশোর-কিশোরীর কলকাকলিতে মুখর হয়ে আছে সার্কো মাসিমো।

পরদিন ভ্যাটিকান সিটি। মিউজিয়ামের ধার ঘেঁষে যে দেয়াল, তার পাশে রাস্তা বরাবর আবার সেই অগণিত ভাসমান দোকান, বাঙ্গালী যুবক ও কালো মানুষের ভীড়। এবার তাদের পাশে দেখা গেল ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ উপকূলের মানুষের অবয়ব।

প্যানথিয়ন: রোম নগরী হলো ইউরোপের পোড়াবাড়ী। ধ্বংসস্তুপ, পুরাকীর্তি আর প্রাচীন স্থাপত্যে ঠাসা এই রোম নগরী। রোম যেমন ইতিহাস-সমৃদ্ধ তেমনি নস্টালজিক। নগরীর বুক চিড়ে বাদামী রিবনের মতো ঐক্যবৈক্যে বহমান যে নদী, তার নাম টাইবার। কালের সাক্ষী টাইবার নাব্যতা হারিয়ে এখন প্রায় মরা নদী। নাভোনা চত্বরের খুব কাছাকাছি প্যানথিয়ন। দ্রষ্টব্য স্থান হিসেবে এটি যে খুব বিখ্যাত এমন নয়। কিন্তু টুরিস্টরা এখানে আসে দলে দলে। আমাদের গল্পের শুরু এই প্যানথিয়ন থেকেই।

প্যানথিয়ন হলো একটি প্রাচীন মন্দির। প্রাচীন রোমের আধ্যাত্মিক স্থাপত্যের নিদর্শন। দু হাজার বছরের পুরনো। প্যানথিয়নের সামনে যে চত্বর, ওখানে টুরিস্টের মিলনমেলা। চারদিক থেকে বেশ ক’টি সড়ক গলি

এসে এখানে মিশেছে। গলি সরু কিন্তু গলির উভয়পাশে পলেশ্বারা খসে পড়া লাগালাগি পাঁচ ছয় তলা উঁচু ভবন। গলির মুখে তাকালে মনে হবে দূরে দুদিকের ভবনগুলো নুয়ে পড়ে চুম্বনরতা। এই চোরাগলিরই নাম দিয়েছি কিসিং লেন। কাফে, বার, রেষ্টুরায় গিজিগিজি প্যানথিয়নের চত্বর ও তার অলিগলি। টুরিষ্টরা সুখী মানুষ। তখন সুন্দর সকাল। সোনালী রোদ্দুর চত্বর পার হয়ে এমনকি কিসিং লেনেও উঁকি মেরেছে। আর সুখী মানুষেরা বড় বড় আমব্রেলির ছত্রছায়ায় বসে কফি পান বা গল্পগুজব করছে। মানুষের গুনগুন আছে কিন্তু বড় একটা কলকাকলী নেই।

এমন সময় হঠাৎ করেই কিসিং লেন থেকে নির্গত হলো লাল-নীল বাতিঅলা একটি গাড়ি। আর মুহূর্তের মধ্যে শুরু হয়ে গেল দৌড়। ভাসমান দোকানের ইলিগ্যাল মালিকেরা তাদের কাপড় গুটিয়ে যে যেদিকে পারে দৌড়। ফের বাঙ্গালী যুবক ও কালো মানুষ। গাড়ির ভিতর থেকে বের হয়ে এলো এক জোড়া পেটমোটা পুলিশ। পুলিশ ধাওয়া করছে আর যুবকরা প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে। এ দৌড় সার্কো মাসিমোর কোন ট্রাকে নয়, পুরস্কার হিসেবে কোন ট্রফি নেই, জীবন বাঁচানোর জন্যে এ দৌড়। অপ্রিয় হলেও এই বাঘ-হরিণের দৌড় আমি ঠায় দাঁড়িয়ে দেখেছি। পক্ষ নিয়েছি বাঙ্গালী যুবক ও কালো মানুষের। আরেক সাবধানী হরিণের মতো অদূরে দাঁড়িয়ে মনে মনে চিৎকার করেছি, ‘দৌড়াও বাঙ্গালী যুবক ও কালো মানুষ! জমিজমা সায়সম্পত্তি বিক্রি করে সাত সমুদ্র পার হয়ে যখন রোমের ধ্বংসস্তুপে এসে হাজির হয়েছে, তখন আর পিছনে তাকিয়ো না! তুমি ইলিগ্যাল হলে পেটমোটা পুলিশও ইলিগ্যাল। দৌড়াও! দোহারের কালাম, সাঘাটার নজরুল, বালকাঠির তপন, দৌড়াও! খরা, প্লাবন, নদীর ভাঙ্গন, সরকারি জালিয়াতি যখন তোমাকে পরাস্ত করেনি তখন পুলিশ কোন ছাড়! দৌড়াও!

জীবনের জন্য যে দৌড়, তা বুলেটের গতিকেও হার মানায়। নিমেষেই যুবকেরা কিসিং লেনে অদৃশ্য হয়ে গেলা।

সিঙ্গাপুর ২১।২।২০০৮